প্রথম আলো

তারিখ 15 JAN
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

পরীক্ষার চাপে বছরের অর্ধেক সময় অঘোষিত ছুটি!

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাল চাল ৮

সরকারি সা'দত কলেজ

■ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১৬০

■ ভালো ফলের অন্যতম কারণ প্রাইভেট

মোশতাক আহমেদ ও
কামনাশীষ শেখর, টাঙ্গাইল থেকে ●

গত বৃহস্পতিবার, দুপুর সাড়ে ১২টা। টাঙ্গাইলের সরকারি সা'দত কলেজে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার্থীরা আশপাশের পাঁচটি কলেজের শিক্ষার্থী। আর সা'দত কলেজের একই বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল অন্য কলেজে। কেবল দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চললেও কলেজের অন্যান্য বর্ষের ক্লাস বন্ধ।

সা'দত কলেজের ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক বললেন, পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ক্লাস নেওয়ার কথা থাকলেও কার্যত পুরো

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সরকারি সা'দত কলেজের মূল ভবন ● ছবি : প্রথম আলো

পরীক্ষার চাপে বছরের অর্ধেক সময় অঘোষিত ছুটি!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সময়ে অঘোষিত ছুটি থাকে। যেমন এখন দ্বিতীয় বর্ষ ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা প্রায় দেড় মাস চলবে। এই সময়ে অন্যান্য বর্ষের ক্লাস হবে না। হলেও একেবারে হাতে গোনা। এভাবে বছরে পাঁচ থেকে ছয় মাস পরীক্ষা থাকায় ক্লাস হয় না, অঘোষিত ছুটি থাকে।

৯০ বছরের পুরোনো টাঙ্গাইলের সরকারি সা'দত কলেজে ক্লাসের এই সমস্যার পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। আবাসন সুবিধা ও পরিবহনব্যবস্থাও অপ্রতুল। ৩৭ একর জায়গা নিয়ে ক্যাম্পাস হলেও তা বেশ এলোমেলো। যেখানে-সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন স্থাপনা। সীমানাপ্রাচীর না থাকায় কিছু জায়গা বেদখল হওয়ারও আশঙ্কা আছে।

১৯২৬ সালে টাঙ্গাইলের জমিদার মৌলানা ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর পিতামহ সা'দত আলী খান পন্নীর নামে টাঙ্গাইল জেলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে করটিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন সা'দত কলেজ। ১৯৭৯ সালে কলেজটি সরকারি হয়।

ঢাকা কলেজসহ বড় কিছু কলেজে পরীক্ষার ফাঁকে ক্লাস হলেও সা'দত কলেজের চিত্রটা ভিন্ন।

কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বললেন, আবাসিক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে বেশি অনুপস্থিত থাকেন। আবার মোট শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ঢাকাসহ দূর থেকে যাওয়া-আসা করায় তাঁরাও গরহাজির থাকেন। বিকেল চারটা পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও বেলা দুইটার পর আর ক্লাস হয় না। তবে সময়সূচিতে ঠিকই বিকেলে ক্লাস রাখা হয়েছে।

অবশ্য এমন পরিস্থিতিতেও কলেজটিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পাসের হার ৯৫ শতাংশের ওপরে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে এই কলেজটি প্রথম সারির।

এমন সাফল্যের কারণ কী? প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষায় ভালো করাকে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। গণিতের ছাত্র মোবারক হোসেন বললেন, শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। তিনি দুজনের কাছে পড়েছেন। প্রাইভেটে প্রতি মাসে ১২টি ক্লাসের জন্য ৬০০ টাকা করে দিতে হয়।

অবশ্য কলেজের প্রশাসনের সঙ্গে একজন শিক্ষক বললেন, পরীক্ষার ফাঁকে তাঁরা ক্লাস নিতে চান। কিন্তু শিক্ষার্থীরা আসতে চায় না। ফলে পরীক্ষার জন্য ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতাও মানা যায় না। তাঁর মতে, স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল করে সব বর্ষের পরীক্ষা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় না নিলে এ সমস্যা দূর হবে না।

শিক্ষক দরকার কমপক্ষে ২০৪, আছেন ১২৫ জন

১৯৯৫ সালে কলেজের উচ্চমাধ্যমিক স্তর বাদ দেওয়া হয়। এখন স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস), স্নাতকোত্তর, প্রিলিমিনারি স্তরে পড়ানো হয়। ১৮টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৫টি বিষয় স্নাতকোত্তর। মোট শিক্ষার্থী প্রায় ২০ হাজার। শিক্ষকের ১৩৬টি পদ থাকলেও কর্মরত আছেন ১২৫ জন। এই হিসাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১৬০। অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ১: ২০। এই কলেজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোর্স পড়ানো হয়।

আশির দশকের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ ধরলেও এই কলেজে কমপক্ষে ২০৪ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু ইংরেজি, গণিত, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, সমাজকর্মসহ কয়েকটি বিভাগে ১২ জনের জায়গায় বড়জোর ৬ জন করে শিক্ষক আছেন। মার্কেটিং এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে মাত্র দুজন করে শিক্ষক রয়েছেন।

স্নাতকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক কোর্স ইংরেজি। এই বিভাগের একজন শিক্ষক *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের বিভাগে ছয়জন শিক্ষক। শুধু স্নাতকেই (সম্মান) ভর্তি হন ২১০ জন করে। একেকজন শিক্ষককে গড়ে প্রতিদিন চারটি করে ক্লাস নিতে হয়। এই বিভাগের জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র দুটি। ফলে ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হয়।

এক কক্ষে ২০ জন ছাত্রীও থাকেন

ছাত্রদের জন্য দুটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। টাঙ্গাইল ছাড়াও জামালপুর, কুড়িগ্রাম, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, গাজীপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা এখানে পড়েন।

প্রশাসনিক কাজে যুক্ত একজন শিক্ষক বললেন, কলেজে ছাত্র ও ছাত্রীর হার প্রায় সমান। কিন্তু ছাত্রীদের জন্য মাত্র ৪০০ শয্যার ছাত্রীনিবাসে প্রায় ১ হাজার ৫০০ ছাত্রী থাকেন। ফলে পড়াশোনার পরিবেশ থাকে না।

রিমি আক্তার নামে ইতিহাস বিভাগের এক ছাত্রী বললেন, ছাত্রীনিবাসের তাঁদের কক্ষে (হলরুম) ২০ জন থাকেন। এ সময় পাশে থাকা হলের দায়িত্বরত একজন কর্মচারী বললেন, এ রকম আরও কয়েকটি কক্ষ আছে।

কয়েকজন ছাত্রী বলেন, অনেকেই ছাত্রীনিবাসে জায়গা না পেয়ে আশপাশে মেসে থাকেন। এতে খরচ যেমন বেশি হয়, তেমনি নিরাপত্তার অভাবও কাজ করে। তবে ছাত্রীদের থাকার জন্য আরেকটি আবাসিক ভবন হচ্ছে।

ছাত্রদের জন্য দুটি ছাত্রাবাস আছে। এগুলোতে ৭০০ আসন থাকলেও থাকেন প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর নামে যে ছাত্রাবাসটি, সেটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা থাকেন। সেমিপাকা চারটি ঘরে ৬১ জন থাকেন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, প্রায় সব কটিই জরাজীর্ণ।

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছাত্রাবাসে দুটি ভবন ছাড়াও টিনশেডের তিনটি ঘরে বেশ কিছু ছাত্র থাকেন। টিনশেডের ঘরগুলোও জরাজীর্ণ। এ রকম একটি ঘরের ৩০৬ নম্বর কক্ষের একজন ছাত্র আবু রায়হান বলেন, বৃষ্টি হলেই সমস্যা হয়। তবে নতুন একটি ভবন হচ্ছে। তবে স্নাতক (সম্মান) শেষ করার পর আর হলে থাকতে দেওয়া হয় না।

আবাসন সংকটের সঙ্গে যোগ হয়েছে পরিবহনসংকট। চারটি বাস থাকলেও দুটির অবস্থা লক্কড়ঝক্কড়।

কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. আ. আলীম মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র পাঁচ বছর পর এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবকাঠামোর দিক থেকে এখনো অনেক পিছিয়ে কলেজটি। অবকাঠামো বাড়াতে হবে। শিক্ষক বাড়াতে হবে। সীমানাপ্রাচীর দিতে হবে। আবাসন সুবিধার পাশাপাশি পরিবহন সুবিধাও বাড়াতে হবে।